بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জ্ঞানগর্ভ বাণীর আলোকে তাওহীদে ইলাহীর ঈমানদীপ্ত আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩রা এপ্রিল, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

ধরাপৃষ্ঠে তাওহীদ বা আল্লাহ্তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা, তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও অসীম সাহসিকতা এবং শিরকের প্রতিটি রূপের মোকাবিলায় একটি মজবুত পাহাড়ের ন্যায় অটল দাঁড়িয়ে থাকা, আর প্রতিটি জাতির শিরকপূর্ণ ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সত্যবাদিতার যে অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বেই পড়েছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, হাজারো বিপদাপদ এবং লক্ষ লক্ষ বিরোধী ও অপদস্তকারী, ভয়-ভীতি প্রদর্শকারীদের উত্থান সত্ত্বেও নবুয়্যতের দাবির শুরু থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহানবী (সা.) অবিচল ও অটল ছিলেন।

তিনি (আ.) বলেন: এরপর (তাঁর সা.-এর) স্পষ্টবাদিতা ও সত্যভাষণ এতটাই প্রবল ছিল যে- একত্ববাদের প্রচার ও নসিহত করে তিনি সকল জাতি, সকল দল এবং শিরকে নিমজ্জিত সারা বিশ্বের মানুষকে নিজের বিরোধী বানিয়ে নিয়েছিলেন... এটি চিন্তা করা উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে আকস্মিকভাবে নিজের আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেওয়া এবং কেবল তাওহীদকে-যা সেই যুগে এর চেয়ে বেশি ঘৃণিত আর কোনো বস্তু ছিল না এবং যার কারণে শত শত বিপদ ঘনীভূত হচ্ছিল, এমনকি প্রাণনাশের আশঙ্কাও স্পষ্ট দেখা দিচ্ছিল-তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা; এটি কোন্ পার্থিব স্বার্থ বা কৌশলের দাবি ছিল?

তিনি (আ.) বলেন: এ ছাড়া যখন কোনো বিবেকবান ব্যক্তি সেই সময়ের অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করেন, যে সময়ে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন; তবে প্রকৃতপক্ষে তা এমন এক সময় ছিল-যার বিদ্যমান পরিস্থিতি একজন মহান ও সুউচ্চ মর্যাদাবান ঐশী সংস্কারক এবং আসমানী হেদায়েতকারীর জন্য চরম মুখাপেক্ষী ছিল। আর (তাঁর সা. এর মাধ্যমে) যে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, তাও প্রকৃতপক্ষে সত্য ও পবিত্র ছিল, যার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম।

হুযূর (আ.) বলেন: তাওহীদ যা মুক্তির মূল ভিত্তি-তা কোন্ কিতাবের মাধ্যমে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি

প্রচারিত হয়েছে?... আচ্ছা, কেউ কি বলতে পারবে যে- ইঞ্জিলের মাধ্যমে কি পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? খ্রিস্টানরা, যাদের শিক্ষা নিজেই তিন খোদার (তৃত্ত্ববাদ) ওপর নির্ভরশীল, তারা কীভাবে তাওহীদের প্রচারক হবে? তাদের দৃষ্টিতে কল্পিত স্বর্গ ইউরোপের দুটি বিশাল জাতি-রুশ ও ইংরেজদের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দেওয়া হবে; আর এখন এর মধ্যে আরও বড় বড় দেশও বিভক্ত হয়ে গেছে। আমেরিকার লোকেরাও বলে, এমনকি এখন তো এই পর্যায়ে বলা শুরু হয়েছে যে-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেন মসীহের দ্বিতীয় আগমন। ইন্না লিল্লাহ্! আর তাদের দৃষ্টিতে মুওয়াহিদীন বা একত্ববাদীরা আগুনের কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।

আজ পৃথিবীর বুকে তাওহীদ নামক সেই বস্তুটির অস্তিত্ব মহানবী (সা.)-এর উম্মত ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না; এবং কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোনো কিতাবের চিহ্নও মেলে না যা কোটি কোটি সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে সেই সত্য খোদার পথপ্রদর্শক হতে পারে। প্রতিটি জাতিই নিজের জন্য নিজস্ব এক কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে; কিন্তু মুসলমানদের খোদা হলেন সেই সত্তা-যিনি অনাদিকাল থেকে লা-জাওয়াল (অবিনশ্বর) ও অপরিবর্তনীয় এবং নিজের চিরন্তন গুণাবলীতে আজও তেমনই আছেন যেমন তিনি পূর্বে ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: মহানবী (সা.) এমন এক যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন যখন সমগ্র বিশ্বে শিরক, পথভ্রষ্টতা ও সৃষ্টিপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। সমস্ত মানুষ সত্যের মূলনীতিসমূহ পরিত্যাগ করেছিল এবং সিরাতুল মুস্তাকিম ভুলে গিয়ে প্রতিটি দল আলাদা আলাদা বিদআত বা কুসংস্কারের পথ অবলম্বন করেছিল। আরবে মূর্তিপূজার চরম প্রতাপ ছিল; পারস্যে অগ্নিপূজার বাজার ছিল গরম; ভারতে মূর্তিপূজা ছাড়াও আরও হাজারো প্রকারের সৃষ্টিপূজা বিস্তার লাভ করেছিল। অতএব, মহানবী (সা.)-এর এমন এক সর্বজনীন পথভ্রষ্টতার সময়ে আবির্ভূত হওয়া-যখন সমকালীন পরিস্থিতি নিজেই একজন মহান আধ্যাত্মিক চিকিৎসক ও সংস্কারকের চরম মুখাপেক্ষী ছিল এবং ঐশী হেদায়েতের অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল-এমতাবস্থায় তাঁর (সা.)-এর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এক জগতকে তাওহীদ ও নেক আমলের মাধ্যমে আলোকিত করা এবং শিরক ও সৃষ্টিপূজা যা হলো সকল মন্দের জননী, তার মূলোৎপাটন করা-এই বিষয়টি একটি সুস্পষ্ট দলিল যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল এবং তিনি (সা.) সকল রসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি (আ.) বলেন: যখন মানুষ খোদার পথ ভুলে যায় এবং খোদা ও তাওহীদ পরিত্যাগ করে, তখন খোদাতা'লা নিজের পক্ষ থেকে কোনো বান্দাকে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং নিজের কালাম ও ইলহামের মাধ্যমে সম্মানিত করে বনী আদমের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন; যাতে করে যতটা বিচ্যুতি ঘটেছে, তা সংশোধন করতে পারেন। আর এর প্রকৃত বাস্তবতা হলো এই যে- খোদা, যিনি এই জগতের ধারক ও রক্ষক এবং যিনি জগতকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যাঁর ওপর এই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল-তিনি সৃষ্টির প্রতি তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ প্রদানের কোনো গুণকেই সংকুচিত করেন না এবং সেগুলোকে বেকার বা অকেজো অবস্থায় ছেড়ে দেন না। বরং তাঁর প্রতিটি গুণ বা সিফাত নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: এরপর এই যুগে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহানবী (সা.)- এর সেই একনিষ্ঠ প্রেমিককে আল্লাহ্‌তা'লা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট করেছেন। এই যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যিনি মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী, তিনি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও সুন্নতের এক বাস্তব ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আর তাঁর (আ.) হৃদয় নিজের আকা ও প্রতিপালক মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যে আল্লাহ্‌তা'লার তাওহীদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার এক গভীর ব্যাকুলতা ও ব্যথায় ভরপুর ছিল।

বস্তুত তাঁর (আ.) রচনাবলী এবং তাঁর ব্যবহারিক জীবনে আমরা এর অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাই, যার মধ্য থেকে কয়েকটি আমি উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: আল্লাহ্‌তা'লার আমাদের সাথে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক আচরণ রয়েছে। আমাদের প্রতি অবতীর্ণ এই ইলহামটি-**'আনতা মিন্নী বি-মানযিলাতি তাওহীদী ওয়া তাফরীদী'** (অর্থাৎ: তুমি আমার নিকট আমার একত্ববাদ ও অনন্যতার সমতুল্য)-এটি এক নতুন

আঙ্গিকের ইলহাম। আমরা এর আগে কোনো ইলহামী বাক্যে এ ধরনের শব্দাবলি দেখিনি। এর যে অর্থ আমাদের মনে উদিত হয় তা হলো-এমন ব্যক্তি স্বয়ং 'তাওহীদ' এরই সমতুল্য হয়ে থাকেন, যিনি এমন এক সময়ে আদিষ্ট হন যখন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তাওহীদকে চরমভাবে অবমাননা করা হয় এবং অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়। এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের মূর্ত প্রতীকই হয়ে থাকেন।

শিরক এবং এর সূক্ষ্ম প্রকারভেদসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে হুযূর (আ.) বলেন: এটিও আবশ্যক যে, প্রতিটি প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকতে হবে। সূর্য, চন্দ্র, আকাশের নক্ষত্ররাজি, বায়ু, অগ্নি, পানি কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো বস্তুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আর পার্থিব উপায়-উপকরণকেও এমন মর্যাদা দেওয়া যাবে না এবং সেগুলোর ওপর এমন ভরসা করা যাবে না-যেন সেগুলো খোদার অংশীদার।

এমনকি নিজের সাহস ও প্রচেষ্টাকেও বড় কিছু মনে করা যাবে না; কারণ এটিও শিরকের প্রকারসমূহের মধ্য থেকে একটি প্রকার। বরং সবকিছু সম্পন্ন করার পর এটিই মনে করতে হবে যে-আমরা কিছুই করিনি। নিজের জ্ঞানের ওপর কোনো অহংকার করা যাবে না এবং নিজের আমল বা কর্মের ওপরও গর্ব করা যাবে না; বরং প্রকৃতপক্ষে নিজেকে অজ্ঞ (জাহেল) ও অলস (কাহেল) মনে করতে হবে এবং খোদাতা'লার দোরগোড়ায় প্রতিটি মুহূর্তে আত্মা যেন ক্রন্দনরত থাকে। মানুষের জ্ঞান কোনো না কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী এবং তা সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাঁর (খোদার) জ্ঞান কারো মুখাপেক্ষী নয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকালকার (নাস্তিক্যবাদ বা বস্তুবাদের) প্রভাবে অনেক সময় শিশুদের মনেও এই প্রশ্ন জাগে এবং তারা লিখেও থাকে যে-আল্লাহ্‌তা'লাকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ্‌তা'লা কোথা থেকে এসেছেন? সম্ভবত বড়রা তাদের এসব বলে অথবা তাদের মনে নিজের থেকেই এমন প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলী বা সিফাতসমূহ এমন যে-আল্লাহ্‌তা'লা অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন, আর তিনি অসীম। এই কারণেই তিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্ব লাভকারী কোনো চূড়ান্ত সত্তার বিষয়ে যে কোনো ধারণা করা সম্ভব হতে পারে, তা কেবল আল্লাহ্‌তা'লাই।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রকৃত তাওহীদ-যার স্বীকৃতি খোদা আমাদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করেন এবং যার স্বীকৃতির ওপর মুক্তি নির্ভরশীল-তা হলো এই: আল্লাহ্‌তা'লাকে তাঁর সত্তার ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশীদার থেকে পবিত্র ও মুক্ত মনে করা; সে অংশীদার কোনো মূর্তি হোক বা মানুষ, সূর্য হোক বা চন্দ্র, অথবা নিজের নফস (প্রবৃত্তি), নিজের কৌশল কিংবা নিজের চাতুর্য ও প্রতারণা যাই হোক না কেন। আর তাঁর মোকাবিলায় অন্য কাউকে শক্তিশালী মনে না করা, কাউকে রিযিকদাতা না মানা, কাউকে সম্মানদাতা বা অপমানকর্তা মনে না করা এবং অন্য কাউকে সাহায্যকারী ও মদদগার হিসেবে স্থির না করা।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো-নিজের ভালোবাসা কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা, নিজের ইবাদত কেবল তাঁর জন্যই নিবেদন করা, নিজের সকল আশা-ভরসা কেবল তাঁর ওপরই রাখা এবং নিজের ভয়কে কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা।

অতএব, এই তিন প্রকারের বিশিষ্টতা ব্যতীত কোনো তাওহীদ পূর্ণ হতে পারে না: সত্তার দিক থেকে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া বিদ্যমান সকল বস্তুকে অস্তিত্বহীন বা মৃতবৎ মনে করা। ২. গুণাবলীর দিক থেকে তাওহীদ অর্থাৎ রুবুবিয়াত (প্রতিপালন) ও উলুহিয়াতের (উপাসনা) গুণাবলী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস না করা। ৩. নিজের মহব্বত, সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার দিক থেকে তাওহীদ অর্থাৎ মহব্বত ইত্যাদি দাসত্বের নিদর্শনসমূহে অন্য কাউকে অংশীদার না করা এবং কেবল তাঁর সত্তাতেই বিলীন হয়ে যাওয়া।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন : খোদাতা'লা কুরআন করিমে সত্যই বলেছেন যে-এই অপবাদের কারণে আকাশ ফেটে পড়ার উপক্রম হয় যে, একজন অসহায় মানুষকে খোদা বানানো হচ্ছে। (এই শিরকের কারণে) ব্যথায় আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে-অন্যরা যদি জান্নাত চায়, তবে আমার জান্নাত তো এটাই যে, আমি আমার জীবনেই মানুষকে এই শিরক থেকে মুক্তি পেতে এবং খোদার মহিমা ও প্রতাপ প্রকাশ পেতে দেখি। আর আমার আত্মা প্রতি মুহূর্তে দোয়া করে: হে খোদা! আমি যদি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকি এবং তোমার অনুগ্রহের ছায়া যদি আমার সাথে থাকে, তবে তুমি আমাকে সেই দিনটি দেখাও-যাতে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মাথা থেকে এই

কলঙ্ক দূর হয়ে যায় যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি খোদা হওয়ার দাবি করেছিলেন।

এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল যে, আমার পাঁচ ওয়াক্তের দোয়াগুলো হলো এই-খোদা যেন এই লোকদের দৃষ্টি দান করেন এবং তারা যেন তাঁর তাওহীদের ওপর ঈমান আনে, তাঁর রসূলকে চিনতে পারে এবং তৃত্ত্ববাদের বিশ্বাস থেকে তওবা করে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম কার্যত বিলুপ্ত হতে চলেছে; তৃত্ত্ববাদ-এর তত্ত্বটি এখন কেবল তাদের কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। খুব কম লোকই আছে যারা এটি মেনে চলে বা অনুশীলন করে-বিশেষ করে ইউরোপে; তবে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এখনো কিছু মানুষ আছে। কিন্তু যারা তৃত্ত্ববাদের ধারণা পরিত্যাগ করছে, তারাও এক খোদার ওপর ঈমান আনছে না (বরং নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে)। অতএব, মানুষকে তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের যতটা সম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্তা'লা করুন, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং মহানবী (সা.) যে তাওহীদের শিক্ষার ঘোষণা দিয়েছিলেন-সেই প্রকৃত তাওহীদের ওপর আমরা যেন আমলকারী হতে পারি এবং সারাবিশ্বে তা ছড়িয়ে দিতে পারি। কারণ, বর্তমান বিশ্বের টিকে থাকা বা অস্তিত্ব রক্ষার এখন একমাত্র সমাধান হলো এটিই।

খুতবার শেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) সিয়ালকোট জেলার জামা'ত আহমদীয়ার প্রাক্তন আমীর মুকাররম খাজা জাফর আহমদ সাহেব এবং বুর্কিনা ফাসোর মুকাররম ইদ্রাগো আলিদু সাহেবের স্মৃতিচারণ ও প্রশংসামূলক আলোচনা করেন। হুযূর উভয় মরহুমের মাগফিরাত এবং জান্নাতে তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য আন্তরিক দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত একটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **আল্ বালাগ- যার অপর নাম বেদনার ফরিয়াদ** এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রচিত **আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম** । পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

3 April 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in